গাংনী পৌরসভায় ভোট ১৬ জানুয়ারি

গাংনী পৌরসভাসহ দ্বিতীয় দফায় ৬১টি পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, পৌরসভাগুলোতে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৬ জানুয়ারি। মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর (রোববার)। ২২ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই। প্রার্থিতা প্রত্যাহার ২৯ ডিসেম্বর।

এ দফায় ৬১ পৌরসভার মধ্যে ইভিএমে ভোটগ্রহণ হবে ২৯টিতে। বাকি ৩২টি পৌরসভায় ভোট হবে ব্যালটের মাধ্যমে। গাংনী পৌরসভার ভোট হবে ইভিএম পদ্ধতিতে।

বুধবার (২ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব মো. আলমগীর এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন।

এছাড়া ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলেও জানান ইসি সচিব মো. আলমগীর।

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে এবার চার ধাপে পৌর নির্বাচন করতে চায় ইসি। এ নিয়ে দুই ধাপের তফসিল ঘোষণা করা হল। প্রথম ধাপে ২৫টি পৌরসভায় ইভিএমে ২৮ ডিসেম্বর ভোটের তফসিল আগেই দেওয়া হয়েছে।

দেশে মোট পৌরসভা ৩২৯টি। আইন অনুযায়ী, মেয়াদ শেষের পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যেই পৌরসভার ভোট করতে হয়। স্থানীয় সরকার আইন সংশোধনের পর ২০১৫ সালে প্রথম দলীয় প্রতীকে ভোট হয় পৌরসভায়।

মেহেরপুরে এনজিও ফাউন্ডেশন

দিবস পালিত

মেহেরপুরে বাংলাদেশ এনজিও ফাউনেডশনের সহযোগি সংস্থাসমূহর আয়োজনে এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালিত হয়েছে। বুধবার সকালে আমঝুপির সুবাহ সংস্থার প্রশিক্ষণ কক্ষে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুবাহ্’র নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলমের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন সন্ধানি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, দোয়েল সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আনারুল ইসলাম, পল্লি জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক গোলাম কিব্রিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুবাহ’’র সমম্নয়কারী রাকিবুল ইসলাম।

মেহেরপুরে আরও দুইজন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে একজন গাংনী উপজেলার অপর জন মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৩ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে ২ জনের। আর নেগেটিভ আসে ১২ জনের।

সূত্রে আরো জানা যায়, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৯২৭ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭১৭ জন, সুস্থ ৬২৭ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৬ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ১৭ (সদরে-০৭, গাংনীতে- ০৪ ও মুজিবনগরে- ০৬) জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পাওয়া পজিটিভের পরিচয়- গাংনী উপজেলার পূর্ব মালসাদহের সুলতানা আঁখি(৩০), অপর একজন হলেন মেহেরপুরের নতুন পোস্ট অফিস পাড়ার আব্দুর রব(৪৪)।

মুজিবনগরে মহান বিজয় উৎযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মহান বিজয় দিবস উৎযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০ টায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

সভাই উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) শরিফুল ইসলাম, কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খাঁন, সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা সহ উপজেলা প্রশাসনের সকল কর্মচারী কর্মকর্তা গন।

মহান বিজয় উৎযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভায় সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করোনার কারনে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সিমিত পরিসরে মহান বিজয় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়

ইটভাটায় পুড়ছে কাঠ

মেহেরপুরের বিভিন্ন ইটভাটায় প্রচলিত আইনের তোয়াক্কা না করে অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। ফলে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই ইটভাটাগুলো। জেলা ও জেলার বাইরের বনাঞ্চলের গাছ ধ্বংস করে লাখ লাখ টন কাঠ পোড়ানো চলছে ভাটাগুলোতে।

পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসনের অনুমোদন ছাড়াই শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স দিয়েই চলছে এসব ইটভাটা। এতে ক্ষতির মুখে পড়ছে পরিবেশের ভারসাম্য। উজাড় হচ্ছে বনজ সম্পদ।

সরকারি হিসেবে জেলায় ছোট বড় মিলিয়ে ১১৪টি ইটভাটা রয়েছে। এদের বেশিরভাগেরই অনুমোদন নেই। অবৈধভাবে গড়ে উঠা ৮০ ভাগ ইটভাটায় কয়লার পরিবর্তে কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানোর প্রস্তুতি চলছে। অনেকে ভাটার ভেতরেই ভ্রাম্যমাণ স’মিল বসিয়ে কাঠ চেরাই করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে। এসব ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধে প্রশাসন বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো নাজরদারি নেই।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ইটভাটা তৈরি করতে কমপক্ষে ৬ একর জমির প্রয়োজন হয়। ইটভাটার মালিকরা জমির মালিকদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ফসলি জমি থেকে মাটি কেটে নিচ্ছে। এতে ফসলি জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। কমে যাচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ এর ১৬ ধারায় বলা আছে, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক তিন লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের ফয়সাল আহমেদ বলেন, প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে ইটভাটার মালিকরা কাঠ পোড়াচ্ছে। অধিকাংশ ইটভাটাগুলো রাস্তার পাশেই। ভাটার ধোঁয়া ও ধুলায় আমাদের চলাচল করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ভাটার মাটি বহনের সময় রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে।

এছাড়া একটু বৃষ্টি হলেও সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যায়। নানামুখি সমস্যা তৈরি করছে ইটভাটাগুলো।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদির এসএস ব্রিকসের মালিক সেলিম হোসেন মোল্লা জানান, ভাটায় আগুন দিতে তিন থেকে চারশ মন কাঠ লাগে। কিন্তু জিগজাগ ভাটা (হাওয়া ভাটা) তৈরি করতে ৭০ থেকে ৭৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। কাঠ পোড়ানোর ফিক্সড চিমনির ভাটা ২৫ লাখ টাকা হলেও তৈরি করা সম্ভব। যে কারণে ফিক্সড চিমনির সংখ্যা বেশি।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, কাঠ পোড়ানোর ফলে ইটভাটার নির্গত কালো ধোয়ায় মানুষের হাঁপানি, শ^◌াসকষ্ট, ফুসফুসের ক্যানসারসহ নানা রোগের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও অতিরিক্ত কার্বনডাই অক্সাইডের কারণে মাঠের ফসল ও এলাকার পরিবেশ দূষণ হয়। শিশু ও বয়স্কদের জন্য এই দূষণ খুবই ক্ষতিকর। করোনা কালে কাঠপোড়ানোকে একেবারেই বন্ধ করা উচিৎ।

সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র মেহেরপুরের

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফর উল্লাহ বলেন, আমরা ভাটা মালিকদের কাঠ পোড়াতে নিষেধ করেছি। তবে কাঠ পোড়ানোর বিষয়টা পরিবেশ অধিদপ্তরের। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ স’মিল বসিয়ে কাঠ চেরাই করলে অবশ্যই সেটা বাজেয়াপ্ত করব।

পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান বলেন, গত বছর আমাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ছিল না তাই আমরা তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারিনি। এবার আমাদের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট আছে। কোনো ভাটাতেই কাঠ পোড়াতে দেব না আমরা। খুব শিগগির অভিযান পরিচালনা করব।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, ভাটায় আগুন দেওয়ার জন্য কিছু কাঠ পোড়ানোর আবেদন করেছিল ভাটা মালিকরা। তবে এর থেকে অতিরিক্ত কাঠ পোড়ালে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে কাঠ পোড়ানো বন্ধ করা হবে।

শৈলকুপা প্রতিনিধি জানান, ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ইটের ভাটায় পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। এ যেন দেখার কেউ নেই, হাজার হাজার মণ কাঠ পাহাড়ের মত উঁচু করে রেখে একে একে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। শৈলকুপা উপজেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ২২টির মত ইট ভাটা, এর মধ্যে ৪টি ইট ভাটায় ড্রাম চিমনি রয়েছে, বাকিগুলো ফিক্সড চিমনির। শৈলকুপায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পায়নি কোনো ইটভাটা।

এসব ভাটায় প্রতিদিন আনুমানিক দেড় হাজার মণ কাঠ পুড়বে বলে জানা গেছে। সরোজমিন ঘুরে দেখা যায়, ইট ভাটার মৌসুম শুরু হওয়ায় কাঠ পোড়ানোর প্রতিযোগীতায় নেমেছে ভাটা মালিকরা। উপজেলার প্রতিটি ভাটায় প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৪০০ মণ কাঠ পোড়ানো হয়ে থাকে। এভাবে প্রতিদিন কাঠ পুড়তে থাকলে পরিবেশের উপর মারাত্বক প্রভাব পড়বে জেনেও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা উদাসীন। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রকাশ্যে কিভাবে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে তা নিয়ে জনমনে নানান প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ভাটা মালিক আঃ মান্নান জানান, একটি ভাটায় জ্বালানি হিসেবে প্রতিদিন গড়ে ২০০ থেকে ৩০০ মণ কাঠ ব্যবহার হয়ে থাকে। তার ভাটায় প্রতিদিন ২০০ মণ কাঠ লাগে। তবে কয়লা দিয়েও ইট পোড়ান বলে জানান তিনি। হাটফাজিলপুর এলাকার এক ইটভাটার মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তার ভাটায় প্রতিদিন ৩০০ মণ জ্বালানি কাঠ লাগে। উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ইটভাটা ঘুরে দেখা যায়, সব ভাটাতে কাঁচা

ইট পোড়ানোর জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে হাজার হাজার মণ কাঠ।

ইট ভাটায় জ্বালানি কাঠ পোড়ানোর নিয়ম আছে কিনা জানতে চাইলে পরিবেশ অধিদপ্তরের যশোর আঞ্চলিক অফিসের উপ-পরিচালক হারুন অর রশীদ জানান, ভাটায় কাঁচা ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জিকজার ভাটা ছাড়া সরকারিভাবে কোন ভাটার অনুমোদন দেওয়া হয় না।

তিনি জানান, ২০১৪ সাল থেকে জিকজার ভাটা ছাড়া ড্রাম চিমনি ও ১২০ ফিট লম্বা ফিক্সড চিমনির ভাটা অবৈধ।

এব্যাপারে শৈলকুপার এসি ল্যান্ড পার্থ প্রতিম শীল বলেন, এভাবে কাঠ পোড়ানো সম্পূর্ণ বে-আইনী। হাই কোর্টের নিষেধাজ্ঞা না থাকলে অবশ্যই ভাটাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে জমিতে বিষ প্রয়োগ করে পেঁয়াজ ক্ষেত তছরুপ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হোগল বাড়িয়া গ্রামে সাদেক আলী নামের এক পেঁয়াজ চাষীর জমিতে বিষ প্রয়োগ করে পেঁয়াজ তছরুপের ঘটনা ঘটেছে। পুর্বশত্রুতার জের ধরে কয়েকদিন আগে রাতের কোনো এক সময় পেঁয়াজের জমিতে বিষ প্রয়োগ করে দুর্বৃত্তরা। সকালে সুর্য ওঠার সাথে সাথে এক বিঘা জমির পেঁয়াজ গাছ শুকিয়ে যেতে শুরু করে। এবিষয়ে পেঁয়াজ চাষী সাদেক আলীর প্রতিপক্ষ একই গ্রামের দিন মহম্মদের ছেলে মতিয়ার রহমান ও রফিকুল ইসলাম,জাহাঙ্গীর আলমের নামে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

পেঁয়াজ চাষী সাদেক আলী জানান, স্থানীয় মতিয়ার রহমান দফায় দফায় আমার ফসল নস্ট করে আমাকে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে মতিয়ার ও তার লোকজন। এর আগেও আমার কয়েক বিঘা জমির কচু ও পালংশাক তছরুপ েকেরছে। এবারও আমার এক বিঘা জমির পেঁয়াজে গ্লাইফোসেট নামক বিষ প্রয়োগ করা হয়। জমিতে প্রয়োগকৃত গ্লাইফোসেট এর বোতল পাওয়া গেছে। এবিষয়ে মামলার প্রস্ততুতি নিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক সাদেক

আলী।

স্থানীয় মতিয়ার রহমান বলেন, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে আমাকে মিথ্যা মামলায় হয়রানী করতে নিজের জমির ফসল নস্ট করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, জমির ফসলের ওপর শত্রুতার বিষয়টি খুবই ন্যাক্কার জনক। অভিযোগ পেলে তদন্ত পুর্বক ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় ভুয়া গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য সহ আটক-৩

কুষ্টিয়ায় ভুয়া ডিবি পুলিশ-র্যাব ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের আটক করেছে পুলিশ। তারা ভুয়া ডিবি পুলিশ-র্যাব ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয় দিয়ে অভিনব কৌশলে ছিনতাই/ডাকাতি করতো।

রোববার রাতে ভেড়ামারা উপজেলার ১২ মাইল এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়। এসময় একটি প্রাইভেট কার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগোযুক্ত টি-শার্ট, স্পেশাল ফোর্স কমান্ড লোগোযুক্ত টি-শার্ট ও নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত দুই জোড়া বুট, র্যাবের ব্যবহৃত একটি কালো টুপি, ওয়াকি টকি সেট, দেশীয় তৈরী তরবারি ও ডেগার টিপ চাকু, ২ টি বিদেশি পিস্তল, দুইটি ম্যাগাজিন, ৪ রাউন্ড গুলি ও ১১বোতল ফেনসিডিলসহ স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৯২ হাজার টাকা উদ্ধার করে।

আটককৃতরা হলো ঢাকার সাভারের মৃত জমির খানের ছেলে আরিফুল ইসলাম (৪২), নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার কালা মিয়ার বাড়ি এলাকার তোফাজ্জল হকের ছেলে খোকন মিয়া ওরফে জামাল মিয়া(৫৫), মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি এলাকার আব্দুর রবের ছেলে মোহাম্মদ হারুন ওরফে বাবু মিয়া(৪২)কে আটক করা হয়।

সোমবার সকালে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ

তথ্য জানান কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত।

তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে কুষ্টিয়া শহর ও আশপাশের উপজেলায় বিভিন্ন কৌশলে কখনো পুলিশ কখনও গোয়েন্দা পুলিশ আবার কখনো র্যাব এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিতো।
এবং বিশেষ করে গরু ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ধোকা দিয়ে টাকা সংরক্ষণ করে রাখার কথা বলে ব্যাপারীদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে গাড়িতে রাখত এবং শহরের মধ্যে নারীদের কাছ থেকে স্বর্নালংকার ছিনতাই করতো তারা।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার আরো জানান, আটককৃত ছিনতাইকারীরা প্রাইভেট কারটি ব্যবহার করে বিভিন্ন বাহিনীর পোশাক, বুট, ওয়াকি টকি সেট, অস্ত্র-গুলি ব্যবহার করে গরু ব্যবসায়ী, সাধারণ ব্যবসায়ী ও ভদ্র মহিলাদের টার্গেট করে ডিবি পুলিশ, র্যাব, কখনও গোয়েন্দা সংস্থাসহ অন্যান্য বাহিনীর পরিচয় দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে কুষ্টিয়া যশোর ঝিনাইদহ পাবনা রাজশাহী বগুড়া টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘদিন ধরে ছিনতাই করে আসছিল। ১৪ টি অপরাধ সংঘটিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে ৬ টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কুষ্টিয়াতে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে শুরু হয়েছে মশক নিধন অভিযান

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ডেঙ্গু সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মেহেরপুরে শুরু হয়েছে মশক নিধন ও পরিষ্কার পরিচ্ছনতা অভিযান।

রবিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে শহরের কোর্ট এলাকা থেকে কাথুলী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মশা নিধনের ওষুধ স্প্রে করা হয়। শহরে প্রায় দেড় কিলোমিটার মশক নিধনের ওষুধ স্প্রে করা হয়।

এ সময় শহরের প্রধান প্রধান সড়কসহ প্রতিটি পাড়া মহল্লায় এ ওষুধ

স্প্রে করা হবে বলে জানান পৌর মেয়র।

পৌর মেয়র বলেন, কোনভাবেই যাতে এডিস মশা এ এলাকায় বংশ বিস্তার করতে না পারে সে লক্ষে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। এছাড়াও প্রতিটি পাড়া মহল্লায় বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কারের জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষে বিভিন্ন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

পরে পৌর কর্মচারী জয়নালসহ ২জনে ফগার মেশিন দিয়ে মশা নিধনের ঔষুধ স্প্রে করে। এসময় পৌর কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, বাপ্পি, ইভানসহ কাউন্সিলরগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে দেড় কেজি গাঁজাসহ দুই জন আটক

মেহেরপুরে দেড় কেজি গাঁজাসহ দুই জনকে আটক করেছে মেহেরপুর থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছ থেকে দুজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের তল্লাশি করে দেড় কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

আটককৃত মিনা খাতুন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার খারারা গ্রামের লিটন পারমানিকের স্ত্রী এবং বিপ্লব হোসেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বেদবাড়িয়া গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পাওয়ার ট্রলী ও মটরসাইকেলের সংঘর্ষে মটরসাইকেল চালক সুজন (২০) নামে ১ জন নিহত অপর আরোহি সাহেব আহত হয়েছে।

নিহত সুজন ইসলাম (২০) চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার আটকবর জগন্নাথপুর গ্রামের মৃত আমিরুল ইসলামের ছেলে সে ইনতেফা বিষ কোম্পানিতে চাকুরি করত। রবিবার রাত ৯ টার দিকে শিবপুর গলাকাটা মোড় হতে টেংরামারি সুটিং মোড়ের মাঝামাঝি স্হানে রাস্তার উপর দূরঘটনা ঘটে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে টেংরামারি সুটিং মোড় হতে পাওয়ার ট্রলি ও মটরসাইকেল চালক সুজন শিবপুর গলাকাটা মোড়ের দিকে আসছিল এ সময় মটরসাইকেল চালক পাওয়ার ট্রলিকে ক্রস করতে গেলে পাওয়ার ট্রলির সামনের চাকার একসেল কেটে মটরসাইকেলকে আঘাত করলে মটরসাইকেল সহ চালক রাস্তার উপর আছড়ে পড়ে এ সময় পাওয়ার ট্রলির চালক পালিয়ে যায় কিছু ক্ষণ পরে কিছু লোক ঐ পথে আসার সময় দেখে একজন মরে পড়ে আছে ওপর জন আহত হয়ে কাতরাচ্ছে তারা মুজিবনগর থানা পুলিশ কে খবর দেয় এবং আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করে।

মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত)শরিফুল ইসলাম জানান আমরা খবর পেয়ে ঘটনা স্হলে যায় এবং লাশ সহ মটরসাইকেল ও পাওয়ারট্রলি হেফাজতে নিয় এবং বিভিন্ন ভাবে খবর নিয়ে নিহত ও আহতের নাম ঠিকানা জানতে পারি এবং তদন্ত করে জানতে পারাযায় এটি একটি দু:খ জনক সড়ক দূরঘটনা। এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের পক্ষে কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ পরিবারে কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।